

গগন পাল হত্যা মামলার রহস্য উদ্ঘাটিত হলো যেভাবে—

শংকর কুমার দে ॥ দীর্ঘ দিনের রহস্যে ঘেরা ক্লুবিহীন গগন পাল হত্যা মামলার রহস্য উদ্ঘাটনের চমকপ্রদ নেপথ্য কাহিনী জানা গেছে। গগন পালকে হত্যা করে মাহমুদ আল রশীদ নামের পরিচয়ে হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দিতে যে চতুরতার আশ্রয় নেয়া হয়েছে তার কাহিনী শুনলে চোখ কপালে ওঠার উপক্রম হবে। গগন পালকে হত্যার পর সে হয়ে গেল মাহমুদ আল রশীদ। ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী তার গোসল করানো হলো। গোসলের পর ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া হলো আতর গোলাপ। তারপর পড়ানো হলো নামাজে জানাজা। নামাজে জানাজায় পাড়া মহল্লার লোকজন অংশগ্রহণ করে। তারপর লাইলাহা... জিকির করে বাড়টা এলাকা থেকে খাটিয়ায় করে লাশ আনা হলো তেজগাঁও এলাকায়। তেজগাঁও রহিম মেটাল জামে মসজিদের পাশে কবর দেয়ার জন্য আনা হলো তার লাশ। কবর দেয়ার জন্য দেয়া হলো ৩শ' টাকা। তারপর দাফনকাফন সম্পন্ন হলো। গগন পাল হত্যাকাণ্ডের পর মাহমুদ আল রশীদ বানিয়ে কবর দেয়ার পর ৪ মাস পর্যন্ত কেউ কিছুই জানতে পারল না। কিভাবে উদ্ঘাটিত হলো এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য সে কাহিনী আরও চমকপ্রদ। গগন পাল (২৪)। পিতার নাম শম্ভু পাল। পুরনো ঢাকার কুমারটুলীতে তাদের বাড়ি। পেশায় ছিল সে স্বর্ণ শিল্পী। এক কলগার্লের কাছে ছিল তার যাতায়াত। এই যাতায়াত থেকে কলগার্লের প্রেমে পড়ে সে। কলগার্লের নাম হচ্ছে রীতা। খদ্দেরদের কাছে রীতা আবার পরমাসুন্দরী বলে পরিচিত। পলাশ নামে এক যুবকের সে ছিল রক্ষিতা। রীতার সঙ্গে আরও কয়েক কলগার্লকে নিয়ে পলাশ বাড়টা এলাকায় এক বাসা ভাড়া করে অসামাজিক কার্যকলাপের ব্যবসা গড়ে তোলে। গগন পাল রীতার প্রেমে পড়ে নিয়মিত খদ্দের থেকে অঘোষিত স্বামীতে পরিণত হয়। অন্য খদ্দের গেলে রীতা তাদের সঙ্গে রাত না কাটিয়ে গগনের সঙ্গেই রাত কাটাত। বিনিময়ে গগন তাকে দিত পোশাক, প্রসাধনী, স্বর্ণলঙ্কারসহ নানা উপঢৌকন। একদিন এক ধনাঢ্য খদ্দের গেল রাতের রীতার সঙ্গে পেতে। গগনও এসেছে সেই রাতে। এই ঘটনাটি গত পহেলা মে রাতের। রীতা ধনাঢ্য খদ্দেরের সঙ্গে না কাটিয়ে গগনের সঙ্গে কাটিয়ে দেয় সেই রাতটি। রীতার রক্ষক পলাশ দেখল মহা বিপদ। রীতা গগনের প্রেমে পড়ায় তার ধনাঢ্য খদ্দের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সিদ্ধান্ত নিল পথের কাঁটা গগনকে এই পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য সরিয়ে দেবে। এই কথা সেই কাজ। সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য শুরু হয়ে গেল শলাপরামর্শ। পলাশের সহযোগী হলো খলিল।

রীতার সঙ্গে রাত কাটিয়ে সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর গগনের জন্য নাস্তা এলো টেবিলে। ডিম, পরোটা, ফলমূল ইত্যাদিতে রাজকীয় নাস্তায় টেবিল সাজানো হলো। সেই সঙ্গে রং-গন্ধবিহীন বিষ জাতীয় পদার্থ পানির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হলো। নাস্তা শেষে গগন পানির গ্লাসে চুমুক দিল। পানি পান করতেই শুরু হয়ে গেল তার বিষক্রিয়া। বিষক্রিয়ায় গগন চিৎকার শুরু করে। তার চিৎকারে পড়শীরা ছুটে আসে। পলাশ ও বাড়ির লোকজন পড়শীদের জন্য, সে হচ্ছে তার খালাত ভাই। হার্টফেল করেছে। পড়শীরা সরল বিশ্বাসে তাদের পরামর্শ দিল হাসপাতালে নেয়ার। গগনকে নিয়ে যাওয়া হলো পুরনো ঢাকার সুমনা ক্লিনিকে। সেখানে ভর্তির পর মারা গেল গগন। গগনের লাশ ট্যাক্সিক্যাব যোগে নিয়ে আসা হলো বাড়টার বাসাতে। গাড়ি থেকে লাশ নামানোর সময় এলাকাবাসীর চোখকে ফাঁকি দেয়ার জন্য তারা শুরু করে দিল হাউমাউ করে মায়াকান্না। এলাকার মানুষজন কিছুই বুঝতে পারল না। জানতে পারল না গগনের পরিবারও। বাড়টার বাড়িতে গগনকে মাহমুদ আল রশীদ পরিচয় দিয়ে বাড়ির ঠিকানা বলা হলো বরগুনাতে। এলাকাবাসীকে বোঝানো হলো বরগুনায় লাশ নিয়ে যেতে যেতে লাশে পচন ধরবে। এখানেই দাফনকাফনের কাজটা সেরে ফেলবে। গোসল করিয়ে আতর গোলাপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে নামাজে জানাজা পড়িয়ে তেজগাঁও নিয়ে দাফন করা হলো। দাফনের সময়ে কবরস্থানের জন্য ৩শ' টাকা দিয়ে লাশের পরিচয় বাড়টার পরিবর্তে দেয়া হলো আরজত পাড়ার ঠিকানাটি। লাশ দাফনের পর প্রায় ৪ মাস কেটে গেছে। হত্যাকাণ্ড ধামাচাপা পড়ে গেছে। রীতা ও পলাশসহ সবাই বাড়টার ভাড়া করা বাসা ছেড়ে চলে গেছে অন্যত্র। হত্যাকাণ্ডের অন্যতম সহযোগী খলিল গিয়ে চাকরি নিয়েছে সুমনা ক্লিনিকে।

এই মাসের ৯ তারিখে গগনের ভাই চণ্ডি পাল এসে কোতোয়ালি থানায় জিডি করে। জিডিতে উল্লেখ করা হয় যে, গত ১ মে তার ভাই গগন পাল নিখোঁজ হয়ে গেছে। তার হৃদিস মিলছে না। কোতোয়ালি থানার ওসি এবিএম সুলতান আহমেদ জিডি গ্রহণের পরই তদন্ত শুরু করে অত্যন্ত গোপনে। একাধিক দারোগাকে নিয়োগ করে এই তদন্তে। প্রথমেই গগনের চরিত্র সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারল মেয়ের সঙ্গে রাত কাটানোর অভ্যাস আছে তার। তার সঙ্গী কারা? খোঁজখবর পেল, গুলশানের শাহাজাদপুরে আকাশ নামে তার এক বন্ধু আছে, যে গগন সম্পর্কে তথ্য দিতে পারে। বেশ কয়েকদিন চেষ্টা করে আকাশের ঠিকানা সংগ্রহ করে তাকে এনে গগন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। বের হয়ে আসতে শুরু হলো রহস্যে ঘেরা হত্যাকাণ্ডের ক্লু। আকাশ জানাল, খলিল নামে তাদের এক বন্ধু গগনকে হত্যাকাণ্ডের পর ঘটনার বর্ণনা করেছে। খলিলই সব বলতে পারবে। এখন প্রয়োজন হচ্ছে খলিলের। খলিল কোথায়? পুলিশ জানতে পারল খলিল এখন চাকরি করছে সুমনা ক্লিনিকে। কোতোয়ালি থানার ওসি এবিএম সুলতান আহমেদ একবার ইনকামট্যাক্স অফিসার আবার পুলিশের গোয়েন্দা অফিসার, আবার গার্মেন্টস ব্যবসায়ী ইত্যাদি পরিচয়ে খলিলের সন্ধান করতে লাগল সুমনা ক্লিনিকে। সুমনা ক্লিনিকে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে খলিল কয়েকদিন ধরে ছুটিতে আছে। ছুটি থেকে কবে আসবে? এ মাসের ২০ তারিখে সে কাজে যোগ দিবে। কৌশলে এ মাসের ২০ তারিখে সুমনা ক্লিনিকে গিয়ে খলিলকে খুঁজে বের করা হলো। তাকে আনা হলো কোতোয়ালি থানায়। জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করল হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি। কোতোয়ালি থানার পুলিশ গুলশানের শাহাজাদপুর থেকে নিয়ে এলো আকাশকে। আকাশকে মুখোমুখি করা হলো খলিলের। আকাশকে সামনে দেখেই খলিলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একে একে হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা করতে শুরু করল সে। খলিলের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ৪ মাস পর তেজগাঁও রহিম মেটাল কবরস্থান থেকে পচাগলা গগনের লাশ উদ্ধার করা হয়। খলিল এখন রিমান্ডে আছে কোতোয়ালি থানাতে। পুলিশকে প্রভাবমুগ্ধভাবে কাজ করতে দিলে দীর্ঘদিনের ক্লুবিহীন হত্যা মামলার মতো যে কোন অপরাধের ঘটনা উদ্ঘাটন সম্ভবপর তার প্রমাণ হচ্ছে গগন হত্যাকাণ্ডটি। গগন হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামী পলাশ এখনও পলাতক। এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে যে রীতার জন্য, সেই কর্লগাল বাসাবাড়ি পাণ্টে এখন কোথায় আছে কে জানে? পুলিশ খুঁজছে রীতাকেও। রীতাকে খুঁজে পাওয়া গেলে অসামাজিক কার্যকলাপের অপরাধ জগতের অসংখ্য ভদ্রবেশীর মুখোশ উন্মোচনও হতে পারে।